গঠনতন্ত্র

বুড়িচং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ঢাকা

৫৯/৩, পুরানা পল্টন (৪র্থ তলা), ঢাকা-১০০০।

ফোন # ৯৫৬৩০১৯, মোবাইল-০১৫৫২-৪০৬৭৪৮, ই-মেইল: bwsdhaka@gmail.com

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

গঠণতন্ত্র

ধারা- ০১ : সংগঠনের নামঃ

এই সংগঠনের নাম **"বুড়িচং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি, ঢাকা"**। তবে গঠণতন্ত্রের বর্ণনায় সোসাইটি বলতে বুড়িচং ওয়েলফেয়ার সোসাইটিকে নির্দেশ করবে।

ধারা- ০২ : সংগঠনের বর্তমান ঠিকানাঃ

৪৮/১-বি, পুরানা পল্টন (২য় তলা), ঢাকা-১০০০। তবে কার্যকরী পরিষদের সিদ্ধান্তের আলোকে কার্যালয়ের ঠিকানা পরিবর্তনযোগ্য।

ধারা- ০৩ : ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কাজঃ

কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলার আওতাভুক্ত এলাকার স্থায়ী বাসিন্দা, নিজ পিতা/পিতামহ, মাতা/মাতামহ ও তৎপূর্বপুরুষগণ বুড়িচং-এর স্থায়ী বাসিন্দা ছিলেন, বর্তমানে ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে এবং বিদেশে বসবাসরত সকল জনগোষ্ঠীর মাঝে সংগঠিত ও পরিচালিত কল্যাণ কার্যক্রমই ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কাজ।

ধারা- ০৪ : সোসাইটির কার্যক্রমের আওতাভূক্ত এলাকাঃ

প্রথমত: ঢাকাস্থ বুড়িচংবাসীর মধ্যে কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

দ্বিতীয়ত: প্রবাসী বুড়িচংবাসীর মধ্যে যারা ঢাকা ছাড়াও দেশের অন্যান্য স্থানে অবস্থান করছেন।

তৃতীয়ত: কুমিল্লা জেলার বুড়িচং উপজেলায় ।

ধারা-০৫ : প্রতিষ্ঠানের ধরণঃ

বুড়িচং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি একটি অরাজনৈতিক, সমাজকল্যাণমূলক ও সেবামূলক সংগঠন।

ধারা- ০৬ : সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

(ক) প্রবাসী বুড়িচংবাসীর অনন্য সংগঠন **"বুড়িচং ওয়েলফেয়ার সোসাইটি"** ঢাকাস্থ বুড়িচংবাসী এবং দেশের অন্যান্য স্থানের প্রবাসী বুড়িচংবাসীদেরকে জনকল্যাণের স্বার্থে সংগঠিত করা।

(খ) দেশের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত, অসংগঠিত এবং প্রবাসী বুড়িচংবাসীর মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(গ) দরিদ্র ও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৃত্তি প্রদানসহ অন্যান্য কল্যাণমূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(ঘ) দরিদ্র, অসহায়, নিঃস্ব, অনাথ, রোগগ্রস্থ মানুষের কল্যাণে যথাসম্ভব সেবামূলক কর্মকান্ড পরিচালনা করা।

(ঙ) বুড়িচং উপজেলার তথা কুমিল্লা জেলার ঐতিহ্য, লোকসংস্কৃতি, সাহিত্য, ইসলামী কৃষ্টি ইত্যাদি লালন ও বিকাশের মাধ্যমে প্রকৃত দেশপ্রেমিক ও সুনাগরিক গড়ে তোলার লক্ষ্যে যথাসম্ভব সহায়ক কর্মসূচী গ্রহণ করা।

(চ) দারিদ্র বিমোচন প্রকল্পসহ একাধিক কল্যাণমূলক প্রকল্প গ্রহণ করা।

(ছ) বুড়িচংবাসীর শিক্ষা বিস্তার, সাংস্কৃতিক বিকাশ, ক্রীড়ার প্রসার ও জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভুমিকা রাখার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা ও কার্যক্রম গ্রহন ।

(জ) সোসাইটির সকল কার্যক্রমে নারী-পুরুষ, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা।
(ঝ) বুড়িচংবাসীর কল্যাণার্থে প্রয়োজনে অন্য কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কার্য পরিচালনা করা।
(ঞ) সোসাইটির বার্ষিক সাধারণ সভা অথবা কোন বিশেষ সভায় গৃহীত কর্মসূচী নিয়েই সোসাইটি পরবর্তী কার্যক্রম পরিচালনা করবে। তবে বিশেষ সভায় গৃহীত কার্যক্রম বা কর্মসূচী পরবর্তী বার্ষিক সাধারণ সভায় পাস করিয়ে নিতে হবে।
(ট) ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক বা অনুরূপ কোন স্বার্থে সোসাইটিকে ব্যবহার করা যাবে না।

ধারা- ০৭ : সোসাইটির সদস্যদের শ্রেণী বিভাগঃ

ক) প্রতিষ্ঠাতা সদস্য
খ) আজীবন সদস্য
গ) সাধারণ সদস্য
ঘ) সম্মানিয় সদস্য।

ধারা- ০৮ : সোসাইটির সদস্য হওয়ার যোগ্যতাঃ

ক) **প্রতিষ্ঠাতা সদস্য :** যে সকল সদস্য এই সোসাইটি প্রতিষ্ঠা, কর্মসূচী প্রনয়ন ও বাস্তবায়নে প্রাথমিক ভাবে অগ্রনী ভূমিকা তথা একটি সংগঠনের রূপ দানে কার্যকর ভূমিকা রেখে ছিলেন এবং স্বাক্ষরদাতা সদস্য ছিলেন তারা সকলেই প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হিসাবে গণ্য হবেন। তবে সোসাইটি পরিচালনায় প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ কোন বিশেষ অধিকার প্রয়োগ করবেন না। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যগণ হলেন- ১) ইঞ্জিঃ আব্দুল মুনতাকিম, ২) মোঃ তোফায়েল ইসলাম, ৩) মোঃ মুমিনুল হক, ৪) মোঃ আব্দুল-াহ আল মামুন, ৫) মোঃ আমিরুল ইসলাম, ৬) মোঃ রুহুল আমিন, ৭) মোঃ ইসরাফিল আলম, ৮) মোঃ মনির হোসেন, ৯) মোঃ জামাল হোসেন, ১০) মোঃ হাবিবুর রহমান, ১১) মোঃ জসিম উদ্দিন।

খ) **আজীবন সদস্য :** প্রবাসী বুড়িচংবাসীসহ ঢাকাস্থ এবং দেশের যে কোন স্থানে বসবাসরত যে কোন ব্যক্তি যিনি সাধারণ সদস্যপদ লাভের যোগ্য তিনি এককালীন ৫,০০০/= (পাঁচ হাজার) টাকা মাত্র (অথবা পরবর্তীতে ধার্যকৃত) চাঁদা প্রদান করে আজীবন সদস্য হতে পারবেন। আজীবন সদস্যগণ সাধারণ সদস্যের সকল ক্ষমতা বা মর্যাদা লাভ করবেন।

গ) **সাধারণ সদস্য :** বুড়িচং উপজেলার অধিবাসী তিনি যেখানেই অবস্থান করুন না কেন সোসাইটি কর্তৃক নির্ধারিত আবেদন ফরম পূরণ করে এবং ধার্য্যকৃত চাঁদা দিয়ে কার্যকরী পরিষদের অনুমোদনের মাধ্যমে সাধারণ সদস্য হতে পারবেন।

ঘ) **সম্মানীয় সদস্য :** কার্যকরী পরিষদের সম্মতিক্রমে সোসাইটির কল্যাণে যে কোন ব্যক্তিকে সোসাইটির সম্মানীয় সদস্য হিসাবে অন্তর্ভুক্ত করা যাবে।

ধারা- ০৯ : সোসাইটির সদস্য পদ লাভের নিয়মাবলীঃ

ক) সমাজকল্যাণে উৎসাহী ও প্রতিশ্রুতিশীল যে কোন প্রবাসী, বুড়িচংবাসী সোসাইটির সদস্য হতে পারবেন।
খ) ভর্তিচ্ছু সদস্যকে সোসাইটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের সাথে একমত হতে হবে।
গ) সুস্থ্য জ্ঞান সম্পন্ন যে কেউ ৮(গ) ধারা পূরণ সাপেক্ষে সদস্য হতে পারবেন।
ঘ) ভর্তি ফি ৫০০/=(পাঁচশত) টাকা এবং বার্ষিক চাঁদা ১০০০/= (এক হাজার) টাকা হিসেবে পরিশোধ করতে হবে। (পরিবর্তনশীল)।
ঙ) সোসাইটির সেক্রেটারি জমাকৃত আবেদনপত্র (সংযোজনী-১) বাছাই করে কার্যকরী কমিটির নিকট অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন এবং অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্য রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ করবেন।

ধারা- ১০ : সদস্যদের ভোটাধিকারঃ

সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্যের ভোটাধিকার ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের অধিকার থাকবে। তবে এক বা একাধিক আজীবন সদস্যকে তাদের মতামত গ্রহণ সাপেক্ষে উপদেষ্টা পরিষদ/নির্বাচন কমিশন-এর সদস্য হিসেবে মনোনীত করা যাবে।

ধারা- ১১: সদস্য পদ বিলুপ্তিঃ

নিম্নলিখিত কারণে এক জন সদস্য তার সদস্যপদ হারাতে পারেন–

ক) যদি তিনি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন।

খ) যদি তিনি সোসাইটির কাজে স্থায়ী ভাবে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন।
গ) যদি তিনি গঠনতন্ত্রের পরিপন্থী কোন কাজ করেন।
ঘ) যদি তিনি দেশের প্রচলিত ফৌজদারী আইনে দন্ডাদেশ প্রাপ্ত হন।
ঙ) সদস্যপদ প্রাপ্তির পর ক্রমাগত ১ (এক) বছর চাঁদা প্রদান না করেন।
চ) মস্তিষ্ক বিকৃতি অথবা অন্য কোন কারণে আদালত কর্তৃক অযোগ্য ঘোষিত হলে।
ছ) যদি পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তের বাহিরে কোন কাজ করেন।

উল্লেখ্য যে, ২৪ নং ধারায় বর্ণিত কমিটির যে কোন পদের ব্যক্তির বেলায় উক্ত কারণ ঘটলে তিনি পদ হারাবেন।

ধারা-১২ : কমিটির সদস্যপদ থেকে অব্যাহতিঃ

(ক) সোসাইটির কার্যক্রম ও লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করতে অপারগ কোন আজীবন সদস্য বা উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য বা সম্মানীয় সদস্য ইচ্ছে করলে যৌক্তিক কারণ দেখিয়ে কার্যনির্বাহী কমিটির নিকট আবেদনের মাধ্যমে তাঁর আজীবন সদস্যপদ প্রত্যাহার করে নিতে পারবেন।

(খ) **সদস্যপদ পূর্ণবহালঃ**
ধারা ১১ অনুযায়ী কোন সদস্য সদস্যপদ হারানোর পর (ক), (খ) এবং (গ)-এর কৃত ভুলের জন্য অনুতপ্ত হয়ে সদস্যপদ বহালের জন্য কার্য নির্বাহী পরিষদের নিকট আবেদন করলে ধারা ০৯-এ বর্নিত নিয়ম অনুযায়ী তাকে পূনরায় সদস্যপদ প্রদান করা যেতে পারে।

ধারা- ১৩ : সাংগঠনিক কাঠামোঃ

সোসাইটির সকলপ্রকার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দুটি সাংগঠনিক কাঠামো থাকবে।
ক) কার্যনির্বাহী পরিষদ
খ) উপদেষ্টা পরিষদ

ক) **কার্যনির্বাহী পরিষদঃ** সাধারণ সভায় সোসাইটির সদস্যদের সরাসরি ভোটে কার্যনির্বাহী পরিষদ দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হবে। কার্যনির্বাহী পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ১৯ জন। যারা নিম্নলিখিত পদে দায়িত্ব পালন করবেন।

পদবি	সংখ্যা
সভাপতি	১ জন
সহ-সভাপতি	২ জন
সাধারণ সম্পাদক	১ জন
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক	২ জন
সাংগঠনিক সম্পাদক	১ জন
অর্থ সম্পাদক	১ জন
সহ-অর্থ সম্পাদক	১ জন
সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন
সহ- সমাজকল্যাণ সম্পাদক	১ জন
দপ্তর সম্পাদক	১ জন
সহ-দপ্তর সম্পাদক	১ জন
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন
সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক	১ জন
ছাত্রকল্যাণ সম্পাদক	১ জন
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
সহ-মহিলা বিষয়ক সম্পাদক	১ জন
কার্যনির্বাহী সদস্য	৩ জন
মোট =	**২১ জন।**

খ) **উপদেষ্টা পরিষদঃ** সোসাইটির শুভাকাংখীদের মধ্যে বয়বৃদ্ধ, প্রাজ্ঞ, অভিজ্ঞ, সম্মানিয় সদস্যগণের সমন্বয়ে গঠিত হবে সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদ। যাহারা বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয় উপদেশ প্রদানের মাধ্যমে সোসাইটির কার্যক্রমকে গতিশীল করে তুলবেন। এছাড়াও সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ গঠনের নিমিত্তে নির্বাচন পরিচালনা ও কার্যকরী পরিষদের কর্মকান্ড তদারক করবেন এবং সোসাইটির উদ্দেশ্যের পরিপন্থী কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ অন্যান্য

সংবেদনশীল কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন। সোসাইটির স্বার্থে, সদস্য নন এমন কোন ব্যক্তিকেও উপদেষ্টা পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে। তবে সে ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহী পরিষদের সাধারণ সভায় সিদ্ধান্তের মাধ্যমে অনুমোদন নিতে হবে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ৩৬ জন।

ধারা- ১৪ঃ ক) কার্যনির্বাহী পরিষদের কর্মবন্টন দায়িত্ব ও ক্ষমতাঃ

i) সোসাইটির প্রয়োজনীয় আয় ব্যয়ের অনুমোদন করা,
ii) বিশেষ কার্য সম্পাদনে সাব-কমিটি গঠন করা,
iii) সভা করার দিন, তারিখ, সময় ও সভার এজেন্ডা গ্রহণ করা,
iv) সোসাইটির সকল হিসাব, নিকাশ, খরচের ভাউচার হিসাবের বই ও ক্যাশ বই নিরীক্ষা করার ব্যবস্থা করা,
v) কর্মচারী নিয়োগ করা এবং সকল কর্মচারীর বেতন নির্ধারণ করা,
vi) সোসাইটির প্রশাসনিক, আর্থিক ও পরিচালনার দায়িত্ব ও নিয়ন্ত্রণ করা,
vii) প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা পরিচালনা ও প্রকল্প গ্রহণ, বাস্তবায়ন এবং কর্মকর্তাদের/কর্মচারীদের দায়িত্ব নির্ধারণ করা।
viii) বার্ষিক বাজেট প্রস্তুত করা এবং সাধারণ পরিষদ কর্তৃক অনুমোদন করানো।
ix) বার্ষিক আয়-ব্যয় অনুমোদন করা।
x) সকল কল্যাণ কার্যক্রমের পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা।

খ) কার্যনির্বাহী কমিটি মেয়াদ কালঃ
কার্যনির্বাহী কমিটির মেয়াদ কাল হইবে ২ (দুই) বৎসর। মেয়াদ শেষে সকল কমিটি আপনা আপনি বিলুপ্ত হবে।

ধারা- ১৫ ঃ কার্যনির্বাহী পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তাদের ক্ষমতা, দায়িত্ব ও কর্তব্যঃ

ক) **সভাপতিঃ (১)** সভাপতি সংগঠনের প্রধান হিসাবে দায়িত্বপালন করবেন। (২) তিনি সকল কার্যাবলী তদারকি করবেন এবং পরামর্শ প্রদান করবেন। (৩) তিনি সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। (৪) তিনি গঠনতন্ত্রের ধারার ব্যাপারে ব্যাখ্যা দান করবেন। (৫) ব্যাংকে লেন-দেনের জন্য তার স্বাক্ষর অবশ্যই থাকতে হবে। (৬) তিনি সংস্থার ভাবমুর্তি রক্ষার্থে সর্বদা তৎপর থাকবেন। (৭) সভাপতির পরামর্শ অনুযায়ী সাধারণ সম্পাদক সভা আহ্বান না করলে সভাপতি নিজেই সভা আহ্বান করতে পারবেন। (৮) সভাপতি সোসাইটির জরুরী খরচের জন্য নগদ মাত্র ১,০০০/= (এক হাজার) টাকা পেটিক্যাশ রাখতে পারবেন। (৯) তিনি সোসাইটির ফান্ডের দৈনন্দিন খোঁজ-খবর নিবেন। (১০) সভাপতি সকল প্রকার বিল, ভাউচার ও লেনদেন সংক্রান্ত কাগজপত্র পরীক্ষানিরীক্ষা করে নিজে অনুমোদন করবেন, (কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে) (১১) তিনি সুষ্ঠ প্রশাসন ব্যবস্থায় সংস্থার সকল কর্মচারীকে ছাটাই, নিয়োগ ও কর্মচ্যুতির ব্যাপারে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হবেন (কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে)। (১২) কার্যকরী কমিটির কোন কর্মকর্তা বা নির্বাহী সদস্য সোসাইটির আদর্শের পরিপন্থী কাজ করলে বা দায়িত্বে উদাসীন থাকলে তাদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন (কার্যনির্বাহী কমিটির সুপারিশ সাপেক্ষে), (১৩) সকল কল্যাণ কার্যক্রমে নেতৃত্ব দেবেন, (১৪) পরবর্তী নির্বাচিত বা মনোনীত সভাপতি নির্ধারিত না হওয়া পর্যন্ত দায়িত্ব পালন করবেন, (১৫) অন্যান্য কমিটি গুলোর মনোনয়ন ও অনুমোদন দেবেন।

খ) **সহ-সভাপতি ঃ** সভাপতির অনুপস্থিতিতে সহ-সভাপতিগণের মধ্যে সিনিয়রিটি অনুযায়ী সভায় সভাপতিত্ব করবেন এবং সভাপতির সকল দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়াও নিজেদেরকে নিম্মোক্ত কর্মকান্ডে সম্পৃক্ত রাখবেনঃ

১। গঠণতন্ত্র কিংবা কোন আইন প্রণয়ণ, সংশোধন, পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কর্মকান্ডের তদারকিকরণ এবং উক্ত সংক্রান্ত কোন স্থায়ী এবং পরে কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা ।
২। শিক্ষা সংস্কৃতি ও বৃত্তি প্রদান সংক্রান্ড় স্থায়ী এবং সাব কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন ।
৩। দারিদ্র বিমোচন ও জন স্বাস্থ্য সংক্রান্ড় স্থায়ী এবং সাব কমিটি সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন।
৪। এছাড়াও কার্যকরী পরিষদের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ড়ক্রমে অন্য যে কোন স্থায়ী বা সাব-কমিটির সভাপতি হিসাবে দায়িত্ব পালন।
৫। অন্যান্য কমিটির সদস্য মনোনয়নে সভাপতিকে সর্বোত সহযোগীতা করবেন।

গ) **সাধারণ সম্পাদকঃ (১)** সাধারণ সম্পাদক অফিস ইন্‌চার্জ (প্রধান নির্বাহী)। তিনি সকল প্রকার যোগাযোগ, চিঠিপত্র লিখা ও আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। (২) তিনি সোসাইটির কর্মসূচী প্রণয়ন ও প্রস্তবনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নে কার্যনির্বাহী সদস্যদের সমন্বয় সাধন করবেন। (৩) সোসাইটির সকল প্রকার কাগজপত্র তথ্য ও দলিল রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। (৪) সোসাইটির সার্বিক উন্নয়নে সর্বদাই তিনি সভাপতিসহ সকল নির্বাহী সদস্যদের সাথে যোগাযোগ, আলাপ-আলোচনা এবং পরামর্শ বজায় রাখবেন। (৫) তিনি প্রকল্প তৈরী, বাজেট তৈরী, কার্যক্রম বাস্তবায়ন,

মূল্যায়নসহ সব বিষয়ে সহায়তা করবেন। (৬) তিনি সকল ধরণের সভার কার্যবিবরনী লিপিবদ্ধ করবেন ও বিতরনের ব্যবস্থা করবেন। (৭) তিনি সদস্য তালিকা সংরক্ষন করবেন। (৮) তিনি সকল ধরনের সভা আহ্বানের দিন, তারিখ, সময় ও স্থান এবং এজেন্ডার উল্লেখ করে নোটিশ লিখে বিতরণের ব্যবস্থা করবেন। (৯) তিনি অর্থ সম্পাদক কর্তৃক মাসিক, ত্রৈমাসিক, বার্ষিক জমা-খরচের হিসাব প্রস্তুত করিয়ে নিবেন এবং যথারীতি সভায় অনুমোদনের ব্যবস্থা করবেন। (১০) তিনি সভাপতি ও অর্থ সম্পাদকের সাথে চেকে যৌথ স্বাক্ষরদাতা হবেন। তিনি সোসাইটির দৈনন্দিন খরচের জন্য ৫০০/= (পাঁচশত) টাকা পেটিক্যাশ রাখতে পারবেন, (১১) সকল কল্যাণ কার্যক্রমে গঠনমূলক, বাস্তবমূখী ও কার্যকর ভূমিকা রাখবেন।

ঘ) যুগ্ম-**সাধারণ সম্পাদকঃ** যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক সোসাইটির সর্ব বিষয়ে এবং কল্যাণমূলক কার্যকলাপে সাধারণ সম্পাদককে সর্বাত্নক সাহায্য সহযোগিতা করবেন। সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তিনি অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন। এ ছাড়া ও তিনি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ে দায়িত্ব প্রাপ্ত হবেন।

ঙ) **সাংগঠনিক সম্পাদকঃ** (১) সাংগঠনিক সম্পাদক সোসাইটির সাংগঠনিক তৎপরতা বৃদ্ধি করবেন এবং সাংগঠনিক সকল কাজ কর্মের কর্মসূচী গ্রহণ করবেন। (২) সোসাইটির সকল কাজকর্ম সোসাইটির নিয়ম-কানুন অনুযায়ী সম্পাদনে সাধারণ সম্পাদককে সাহায্য সহযোগিতা করবেন, (৩) সাংগঠনিক সম্পাদক সাংগঠনিক বিষয়ের জন্য সোসাইটির নিকট দায়ী থাকবেন। (৪) তিনি সকল সাংগঠনিক কাজ কর্মের রিপোর্ট যথাসময়ে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বরাবর পেশ করবেন।

চ) **অর্থ সম্পাদকঃ**

১) সংস্থার নগদ অর্থ চেকবই সংরক্ষণ, হিসাব ও নিকাশের বিবরণ যথাযথ ভাবে পরিচালনা করবেন।

২) সংস্থার টাকা/তহবিল যে কোন তফসিলী ব্যাংকে সংস্থার নামে জমা রাখবেন।

৩) তিনি সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের সাথে চেকে স্বাক্ষর দিবেন এবং লেন-দেনের যৌথ স্বাক্ষরদাতা হবেন। তিনি সভাপতির হিসাব নিকাশ, খাতাপত্র যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা করবেন। তিনি জমা-খরচের হিসাব রক্ষা করবেন। তিনি সোসাইটি কর্তৃক নিয়োজিত অডিটর দ্বারা বাৎসরিক হিসাবপত্র অডিট করাবেন।

৪) ব্যাংকের লেন-দেনে তিনি কোষাধ্যক্ষেও (ট্রেজারার) এর দায়িত্ব পালন করবেন।

ছ) **সহকারী অর্থ সম্পাদকঃ** অর্থ সম্পাদককে সহায়তা করা এবং অর্থ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে তার দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন।

জ) **সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** ১) সমাজকল্যাণ সম্পাদক সোসাইটির সমাজ সেবামূলক কর্মকান্ডের পরিকল্পনা প্রনয়ন ও তা বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা রাখবেন। ২) সোসাইটির সকল প্রকার বৃত্তি প্রকল্প বাস্তবায়নে তিনি কাজ করবেন, ৩) সময়ে সময়ে সোসাইটি কর্তৃক প্রণীত যাবতীয় কল্যাণমূলক কার্যক্রম পরিচালনায় তিনি কাজ করবেন।
সর্বোপরি তাকে মনে রাখতে হবে যে, সোসাইটি একটি কল্যাণধর্মী সংগঠন, ফলে তার কর্ম ব্যপ্তি অনেক বেশী এবং কর্মফলই সোসাইটির সুনাম রক্ষা করবে।

ঝ) **সহকারী সমাজকল্যাণ সম্পাদকঃ** তিনি সমাজকল্যাণ সম্পাদককে সর্বোতভাবে সহযোগিতা করবেন। এবং তাঁর অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব সমূহ পালন করবেন।

ঞ) **অফিস ও দপ্তর সম্পাদকঃ** অফিসের যাবতীয় নথিপত্র রক্ষনাবেক্ষনের দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত থাকবে। তিনি অফিসের যাবতীয় চিঠিপত্র আদান-প্রদান করবেন। তিনি অফিসের যাবতীয় বিষয় সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে অবহিত করবেন। সাধারণ সম্পাদকের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজন অনুসারে প্রকল্প ও কার্যাবলীর বহুল প্রচারের জন্য দায়ী থাকবেন। প্রেস বিজ্ঞপ্তি সহ সোসাইটির সর্বপ্রকার কার্যভার দপ্তর ও প্রচার সম্পাদকের উপর ন্যস্ত থাকবে।

ট) **সহকারী অফিস ও দপ্তর সম্পাদকঃ** তিনি প্রধান সম্পাদককে সর্বোত্তভাবে সহযোগীতা করবেন। সময়ে সময়ে সংস্থার নির্বাহী কমিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

ঠ) **সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ** বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বাৎসরিক রচনা ও অন্যান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা ও পুরস্কার বিতরণ করা। সময় সময় সামাজিক-সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় আলোচনা ও বিতর্ক

সভার আয়োজন করা। এবং বার্ষিক/মাসিক ম্যাগাজিন বাহির করা, এলাকার গুণীজনদের উপর বই/ম্যাগাজিন বাহির করা, সময়ে সময়ে বিভিন্ন বিষয়ের উপর সাহিত্য ও বিতর্ক সভার আয়োজন করা।

ড) **সহকারী সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদকঃ** তিনি প্রধান সম্পাদককে সর্বোত্তভাবে সহযোগীতা করবেন। এবং তার অনুপস্থিতিতে সময়ে সময়ে সংস্থার নির্বাহী কমিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

ঢ) **ছাত্র কল্যাণ সম্পাদকঃ** ছাত্রদের জন্য গৃহীত যাবতীয় কল্যাণ কার্যক্রম যাহা বার্ষিক পরিকল্পনায় সিদ্ধান্ত হয়েছে তা বাস্তবায়ন করবেন। বিভিন্ন সময়ে সভাপতি/সেক্রেটারী কর্তৃক নির্দেশিত দায়িত্ব পালন করবেন।

ণ) **মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকাঃ** মহিলাদের মধ্যে সোসাইটির কার্যক্রম তুলে ধরে তাদের উদ্বুদ্ধ করা, কল্যাণ কার্যক্রমে অংশ নিতে উৎসাহ দান এবং বার্ষিক পরিকল্পনায় গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করবেন।

ত) **সহকারী মহিলা বিষয়ক সম্পাদিকাঃ** তিনি প্রধান সম্পাদককে সর্বোত্তভাবে সহযোগীতা করবেন। এবং তার অনুপস্থিতিতে সময়ে সময়ে সংস্থার নির্বাহী কমিটির সাথে যোগাযোগ রক্ষা করবেন।

থ) **কার্যকরী সদস্য ঃ** কার্যকরী সদস্যগন সংগঠনের সভাপতির ও সাধারণ সম্পাদককের দেয়া দায়িত্ব যথাযথ ভাবে পালনে সচেষ্ট থাকবেন। কার্যনির্বাহী পরিষদ কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব যথাযথ পালন করবেন।

ধারা- ১৬ (ক)ঃ নির্বাচনঃ

সকল ধরনের নির্বাচন গোপন ব্যালটের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। সোসাইটির উপদেষ্টা পরিষদের মধ্য হতে সর্বজনগৃহীত ব্যক্তি বর্গের সমন্বয়ে ১৯ নং ধারা মতে নির্বাচন কমিশন গঠিত হবে এবং কমিশনের মাধ্যমে সোসাইটির সকল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা- ১৬ (খ)ঃ নির্বাচন পদ্ধতিঃ

কার্যকরী পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তাঃ

ক) কার্যকরী পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তাগণকে সাধারণ সদস্য ও আজীবন সদস্যগণের প্রস্তাবনা ও সমর্থনের মাধ্যমে বা গোপন ব্যালটের মাধ্যমে নির্বাচিত বা মনোনীত করা হবে।

খ) মেয়াদঃ নির্বাচন বা মনোনয়নের দিন হতে দুই বৎসরের জন্য কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ হবে এবং প্রতি দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে হবে। অপরিহার্য কোন কারণে বা ব্যতিক্রম কিছু ঘটলে কমিটির মেয়াদ উত্তীর্ণ সময়কাল পরবর্তী সাধারণ সভায় পাশ করিয়ে নিতে হবে।

ধারা- ১৬ (গ) ঃ নির্বাচন কমিটিঃ

নির্বাচন পরিচালনার জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন না এমন উপদেষ্টা পরিষদ সদস্যদের মধ্য হতে তিন জন সদস্যদের বা ব্যক্তিদের নিয়ে নির্বাচন কমিশন গঠন করা যেতে পারে।

ধারা- ১৬ (ঘ)ঃ নির্বাচন মেয়াদকালঃ

নির্বাচন কাল বা মেয়াদ শেষের কমপক্ষে ৩০ দিন আগে কার্যকরী পরিষদ যথাসময়ে নির্বাচন অনুষ্ঠান ও দায়িত্বভার হস্তান্তর করার ব্যবস্থা করবেন।

ধারা- ১৭ঃ ভোটের প্রণালীঃ

এক ব্যাক্তি এক ভোটের অধিকারী হবেন এবং প্রতি পদের জন্য একটি করে ভোট প্রদান করবেন। কোন প্রতিনিধির মাধ্যমে ভোট দেয়া যাবে না। তবে ব্যালট পেপার পূর্বে সংগ্রহ করে বন্ধ খামের মাধ্যমে নির্বাচন কমিশনের নিকট প্রেরনের মাধ্যমে ভোট প্রদান করতে পারবেন।

ধারা- ১৮ঃ সভার নিয়মাবলীঃ

ক) **সাধারণ সভাঃ** সাধারণ সভা প্রতি এক বৎসর অন্তর অন্তর অনুষ্ঠিত হতে হবে। ১৫ দিনের নোটিশে এবং ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) অংশ সদস্যের উপস্থিতির প্রয়োজন হবে।

খ) **কার্যনির্বাহী সভাঃ** কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা কমপক্ষে বৎসরে ৪(চার) টি আহ্বান করতে হবে। ৭(সাত) দিন পূর্বে তারিখ, সময়, স্থান ও সূচীসহ নোটিশ প্রদান করতে হবে। এই সভার কোরাম হবে ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ)।

গ) **জরুরী সভাঃ**

(১) সাধারণ সভা ঃ ৩(তিন) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে।

(২) কার্যনির্বাহী সভা ঃ ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার নোটিশে ডাকা যাবে। ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের উপস্থিতির কোরাম হতে হবে।

ঘ) **বিশেষ সাধারণ সভাঃ** যে কোন বিশেষ কারণে বিশেষ সাধারণ সভা ১০(দশ) দিনের নোটিশে আহ্বান করা যাবে। তবে এই সভায় বিশেষ বিষয় ছাড়া অন্য কোন বিষয়ের আলোচনা বা সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে না। বিশেষ এজেন্ডা লিপিবদ্ধ করে যথারীতি নোটিশ প্রদান করতে হবে।

ঙ) **তলবী সভা ঃ**

(১) কমপক্ষে ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্য বিশেষ সাধারণ সভার কর্মসূচী (এজেন্ডা) বা উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে সকলেই স্বাক্ষরদান করে তলবী সভার নোটিশ কেবলমাত্র সংস্থার ঠিকানায় সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকের কাছে জমা দিতে পারবেন।

(২) নিবাহী পরিষদ বা নির্বাহী কর্মকর্তা ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে তলবী সভার আহবান না করলে তলবী সদস্যবৃন্দ নোটিশ জমার ৩(তিন) মাসের মধ্যে সভা আহবান করতে পারবেন। তবে তলবী সভা প্রতিষ্ঠানের অফিসে থাকতে হবে।

চ) **মূলতবী সভা ঃ**

(১) সাধারণ সভা নির্ধারিত সময়ের সর্বোচ্চ ৩০ (ত্রিশ) মিনিট দেরীতে আরম্ভ করা যাবে। অন্যথায় স্থগিত হবে।

(২) সাধারণ সভা ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) কোরামের অভাবে স্থগিত হলে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পরবর্তী সাধারণ সভার নোটিশ প্রদান করা হবে এবং ঐ স্থগিত সাধারণ সভাতে কোরাম না হলে যতজন সদস্য/সদস্যা উপস্থিত থাকবেন তাদের নিয়েই সভা অনুষ্ঠিত হবে ও তাদের মতামত/সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গন্য করা হবে।

(৩) কার্যনির্বাহী পরিষদের সভা দু'বার কোরামের অভাবে স্থগিত হলে তৃতীয়বার উপস্থিত সদস্যদের নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে এবং সাধারণ সদস্য হতে কো-অপট্ করে কার্যনির্বাহী পরিষদের শূণ্য/খালি সদস্যপদ অবশ্যই পূরণ করতে হবে।

ধারা- ১৯ঃ সাধারণ পরিষদের ক্ষমতা ও দায়িত্বঃ

(ক) সাধারণ সদস্যগণ সকলেই সাধারণ পরিষদের সদস্য।

(খ) সংস্থার সকল ক্ষমতা সাধারণ পরিষদের উপর ন্যস্ত থাকবে। সংস্থার স্বার্থে সাধারণ পরিষদ যে কোন বৈধ সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন। সাধারণ সভায় ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হিসাবে গণ্য হবে।

(গ) এই সংস্থার নিবন্ধীকরণের ১৮(আঠার) মাসের মধ্যে বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রতি দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় কার্যকরী পরিষদ ও নির্বাহী কর্মকর্তার নির্বাচন বা মনোনয়ন করতে হবে।

(ঘ) সংস্থার নিযুক্ত বা মনোনীত কর্মচারী/পরিচালক (ডাইরেক্টর) পর্যবেক্ষক হিসেবে কার্যকরী পরিষদের বা অন্যান্য সভায় উপস্থিত থাকতে পারবেন। কিন্তু তাঁহার কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

(ঙ) সাধারণ সভায় কার্যক্রম থাকিবে নিম্নরূপ ঃ

(১) নাম ডাক/উপস্থিত নিরূপণ করা,

(২) গত সাধারণ সভার কার্যবিবরণী পাঠ ও গ্রহণ/অনুমোদন করা,

(৩) সর্বপ্রকার রিপোর্ট পেশ,

(৪) উপ-বিধি সংশোধন (যদি থাকে),

(৫) মূলতবী প্রস্তাব/বিবিধ।

ধারা- ২০ ঃ তহবিল/অর্থ লেনদেনঃ

(ক) ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠাণ, দেশী, বিদেশী সংস্থাসমূহ, ব্যবসা বা কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও ফাউন্ডেশন এবং সরকারের সংশি-ষ্ট সংস্থা বা দপ্তর বা বিভাগ হতে যথাযথ নিয়মে দরখাস্তের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় তহবিল গ্রহণের প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যাবে।

(খ) আর্থিক বৎসর শেষে লভ্যাংশ তহবিলের অর্থ বা জমাকৃত তহবিলের অর্থ সদস্যদের মাঝে বন্টন করা যাবে না। শুধুমাত্র সংস্থার জরুরী প্রয়োজনের সময় বা অপরিহার্য খরচের জন্য ব্যয় করা যাবে। তাছাড়া সংস্থার স্বার্থে ও উন্নয়নমূলক কোন ধরনের কাজের প্রকৃত খরচ বা সেবার জন্য ব্যয়/দান করা যাবে।

ধারা- ২১ঃ আর্থিক ব্যবস্থাপনাঃ

(ক) প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে ঢাকাস্থ বাংলাদেশে যে কোন সিডিউল ব্যাংক সংস্থার নামে একটি সঞ্চয়ী/চলতি হিসাব খুলতে হবে।

(খ) সঞ্চয়ী/চলতি বা উভয় হিসাবই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও অর্থ সম্পাদক (কোষাধ্যক্ষ) এই তিন জনের যে কোন দু'জনের যৌথ স্বাক্ষরে পরিচালিত হবে।

(গ) সংস্থার নামে সংগৃহীত অর্থ কোন অবস্থাতেই হাতে রাখা যাবে না। অর্থ প্রাপ্তির সাথে সাথে নগদ অর্থ সংশ্লিষ্ট ব্যাংকের একাউন্টে জমা দিতে হবে।

(ঘ) প্রয়োজনীয় খরচ মিটানোর জন্য সাধারণ সম্পাদক যথাযথ হিসাব ভাউচার প্রদানের মাধ্যমে কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করতে পারবেন।

(ঙ) সংস্থার প্রয়োজনীয় অর্থ খরচের পূর্বে উত্তোলনের জন্য কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং খরচের পর পরই খরচকৃত অর্থ কার্যকরী পরিষদের অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে এবং বাৎসরিক সাধারণ সভায় সকল খরচ অনুমোদন এবং বাজেট পেশ করতে হবে।

ধারা- ২২ঃ অডিটরঃ

সংস্থার সকল হিসাব নিকাশ নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ দ্বারা নিয়োগকৃত/অনুমোদিত বা যে কোন নিবন্ধনকৃত হিসাব সংস্থা (অডিট ফার্ম) বা হিসাব পরীক্ষক দ্বারা করতে হবে। এই ধরনের হিসাব বার্ষিক ভিত্তিতে হবে। এছাড়া নিবন্ধীকরণ কর্তৃক নিয়োজিত যে কোন কর্মকর্তার হিসাব নিরীক্ষা করতে পারবেন।

ধারা- ২৩ঃ গঠনতন্ত্রের সংশোধন ঃ

গঠনতন্ত্রের যে কোন বিষয়ের উপর সংশোধনী আনয়নের জন্য সংশোধিত অনুচ্ছেদের প্রস্তাবাবলী ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) সদস্যের অনুমোদন গ্রহণের পর ইহা চূড়ান্ত অনুমোদন এর জন্য নিবন্ধীকৃত কর্তৃপক্ষের নিকট পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হলে এটা কার্যকরী বলে বিবেচিত হবে।

ধারা- ২৪ঃ কমিটির অবয়বঃ

(ক) কার্যনির্বাহী পরিষদঃ সোসাইটির পরিচালনা কমিটি বা কার্যনির্বাহী পরিষদ ২১ সদস্য বিশিষ্ট হবে।

(খ) পৃষ্ঠপোষক পরিষদঃ পৃষ্ঠপোষক পরিষদ ২৫ সদস্য বিশিষ্ট হবে এবং কার্যকরী পরিষদের সম্মতিক্রমে সমাজের বিত্তবান এবং চিন্তাবিদদের মধ্য হতে পৃষ্ঠপোষক নেয়া হবে।

(গ) উপদেষ্টা পরিষদঃ উপদেষ্টা পরিষদ ৩৬ সদস্য বিশিষ্ট হবে। উপদেষ্টা পরিষদের সদস্যগণ উপদেষ্টা কর্মকর্তা, শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, আইনজীবি, বুদ্ধিজীবি, গবেষক, সমাজসেবীদের ও অন্যান্য পেশাজীবিদের মধ্য হতে নেয়া হবে।

(গ) সংগঠনে কোন অস্থিতিশীল পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে সোসাইটির পরিচালনা কমিটি বা কার্যনির্বাহী পরিষদ, পৃষ্ঠপোষক পরিষদ ও উপদেষ্টা পরিষদের যুক্ত সভায় তা সমাধান করবেন। এই উভয় সভায় সভাপতিত্ব করবেন সোসাইটির সভাপতি।

ধারা- ২৫ঃ কল্যাণ কার্যক্রমঃ

(ক) ত্রাণ বিতরণ, খ) ছাত্রবৃত্তি প্রদান, গ) অনুদান, (ঘ) চিকিৎসা সেবা কার্যক্রম, ঙ) কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা, চ) লজিং, টিউশনের ব্যবস্থা, ছ) রাস্তাঘাট সংস্কার, জ) এতিম, বিধাব ও অসহায়দের দান ইত্যাদি, ঝ) শিক্ষা উপকরণ বিতরণ, ঞ) সমাজ সেবা কার্যক্রম, ট) পঙ্গু বিকলাঙ্গদের সেবাদান।

ধারা- ২৬ঃ সাবেক/প্রাক্তণ সভাপতি/সাধারণ সম্পাদকঃ

সাবেক সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক অত্র সংস্থার ভিআইপি'র মর্যাদা পাবেন। তাদেরকে সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার সুযোগ দেয়া হবে। তারা সংস্থার ভিআইপি'র মর্যাদা লাভ করবেন।

ধারা- ২৭ঃ প্রতিষ্ঠানের বিলুপ্তিঃ

যদি কোন সুনির্দিষ্ট কারণে প্রতিষ্ঠানের মোট সদস্যের তিন পঞ্চমাংশ সদস্য সংস্থার বিলুপ্তি চান তবে যথানিয়মে নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ বরাবর তা পেশ করতে হবে। নিবন্ধীকরণ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

সমাপ্তি